এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি দাঁড়িয়ে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করলেন। যখনই কোনো রহমতের আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি থামতেন এবং রহমত কামনা করতেন। আর যখনই কোনো শাস্তির আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি থামতেন এবং আশ্রয় চাইতেন।

আউফ ইবন মালেক আল-আসজাঈ‘ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি দাঁড়িয়ে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করলেন। যখনই কোনো রহমতের আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি থামতেন এবং রহমত কামনা করতেন। আর যখনই কোনো শাস্তির আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি থামতেন এবং আশ্রয় চাইতেন। তিনি বলেন, তারপর তিনি দাঁড়ানোর পরিমাণ রুকু করলেন। তিনি রুকুতে
বলতে ছিলেন: “পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্ত্বার, যিনি প্রবল প্রতাপ, বিশাল
সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী।” তারপর দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সাজদাহ করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহও অনুরূপ বললেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সূরা আলে ইমরান পড়লেন। তারপর একটি একটি সূরা পড়তে লাগলেন। [সহীহ] [এটি নাসাঈ বর্ণনা করেছেন। - এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। - এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

আউফ ইবন মালিক আল আসজাঈ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাতুল লাইল আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করেন। যখনই কোনো রহমত ও জান্নাতের আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি থামতেন এবং রহমত কামনা করতেন। আর যখনই কোনো শাস্তির আয়াত অতিক্রম করতেন, তিনি আল্লাহর নিকট তার শাস্তি থেকে আশ্রয় কামনা করতেন। তারপর তিনি দাঁড়ানোর সমপরিমাণ রুকু করতেন। তিনি রুকুতে বলতেন: “পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি প্রবল প্রতাপ, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী।” অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি প্রতাপশালী, ক্ষমতাধর, দৃশ্য ও অদৃশ্য রাজত্বের অধিপতি এবং মহত্বের মালিক। তারপর তিনি দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সাজদাহ করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহও অনুরূপ বললেন, যা তিনি রুকুতে বলেছেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং সূরা আলে ইমরান পড়লেন। তারপর একটি একটি করে সূরা পাঠ করতে থাকেন।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/8281